আনাড়ির কাণ্ডকারখানা
নিকোলাই নোসভ
১৪
আজব পুরের আজব কথা
'রাদুগা' প্রকাশন · মস্কো

আনাড়ির কাণ্ডকারখানা

নিকোলাই নোসভ

আজব পুরের আজব কথা

মূল রুশ থেকে অনুবাদ: অরুণ সোম
ছবি এঁকেছেন বরিস কালাউশিন

'রাদুগা' প্রকাশন
মস্কো

নীল ঝুমকো, তুহিনা আর আনাড়ি রাস্তায় বের হল। রাস্তার দু'পাশে চলে গেছে সরু সরু বেতের বোনা বেড়া। বেড়ার ওধারে দেখা যাচ্ছে সুন্দর ছোট ছোট ঘরবাড়ি আর লাল সবুজ রঙের ছাদ। বাড়িগুলোর মাথা ছাড়িয়ে অনেক উঁচুতে উঠে গেছে বিশাল বিশাল আপেল, নাশপাতি আর মিষ্টি নারকেলী কুলের গাছ। বাড়ির উঠোনে, রাস্তায় — সব জায়গায় এই সব গাছ গজিয়েছে। গোটা শহরটা গাছপালার সবুজ টোপরে ঢাকা, তাই তার নাম হয়েছে সবুজপুর।

সব কিছু জানার বড়ই ইচ্ছে আনাড়ির — সে তাই এদিক-ওদিক তাকাতে তাকাতে চলেছে। চারপাশে যা ঝকঝক তকতক করছে তার কোন তুলনা নেই। সবগুলো বাড়ির উঠোনেই খুকুরা কাজ করছে। উঠোনের ঘাসগুলো যাতে খুব বেশি বেড়ে না ওঠে তার জন্য এক দল কাঁচি দিয়ে ঘাস ছাঁটছে, আরেক দল লম্বা লম্বা ঝাড়ু নিয়ে রাস্তা ঝাঁট দিচ্ছে, কেউ কেউ আবার বেদম পিটিয়ে পিটিয়ে লম্বা লম্বা পাপোশের ধুলো ঝাড়ছে। সবুজপুরে বাড়িঘরের মেঝেতে এমন কি রাস্তাঘাট ফুটপাতে পর্যন্ত এই পাপোশ বিছানো। অবশ্য কোন কোন বাড়ির গিন্নি পথচলতি কেউ পাছে তাদের পাপোশগুলো নোংরা করে ফেলে এই ভেবে অস্থির হয়ে পড়ছে। তারা তাই

পাশে দাঁড়িয়ে এই বলে সাবধান করে দিচ্ছে পাপোশ যেন না মাড়ায়, আর কারও যদি মাড়ানোর খুব সাধ হয়, তাহলে সে যেন ভালো করে পা মুছে আসে। বহু বাড়ির সামনের বাগানে ঢোকার পথগুলোতেও লম্বা পাপোশ বিছানো, বাড়ির বাইরের দেয়ালেও ঝুলছে বিচিত্র রঙের সব সুন্দর সুন্দর গালিচা।

সবুজপুরে জলের পাইপ তৈরি হয়েছে নলখাগড়ার ডাঁটা দিয়ে। তোমরা সকলেই জানো, নলখাগড়ার ডাঁটা ভেতরে ফাঁপা, পাইপের ভেতর দিয়ে যেমন জল যায় তেমনি তার ভেতর দিয়েও জল বইতে পারে। যে-কোন রাস্তা বরাবর এই নলগুলো পাতা। তাই বলে তোমরা আবার ভেবে বোসো না যে একেবারে মাটির ওপর পাতা। মাটি থেকে খানিকটা উঁচুতে কাঠের খুঁটিতে এগুলো লাগানো আছে, তাই পচার কোন কারণ নেই, বহুদিন চলতে পারে। অবশ্য কোথাও ফুটো হয়ে জল যাতে বেরিয়ে না যায় সে দিকে সব সময় খেয়াল রাখতে হয়, অনবরত মেরামত করতে হয়। আসল পাইপটা আছে রাস্তার ওপরে, সেখান থেকে শাখাপ্রশাখা বেরিয়ে চলে গেছে বাড়িঘরে। তাই প্রত্যেক বাড়িতে কলের জল আছে। বুঝতেই পারছ ব্যাপারটা কেমন আরামের। এছাড়া আবার প্রত্যেক বাড়ির সামনে একটা করে ফোয়ারা আছে। এই ব্যবস্থাটা খুবই সুন্দর আর কাজেরও বটে, কেননা ফোয়ারা থেকে যে জল উঠছে তা দিয়ে সবজি-বাগানে জল দেওয়া যায়। প্রত্যেক বাড়িতে সবজি-বাগান আছে — সেখানে শালগম, বীট, গাজর, মুলো এবং আরও নানা রকম তরিতরকারী ফলে।

একটা বাড়ির বাগানে আনাড়ি দেখতে পেল কয়েকজন খুকু শাকসবজি তুলছে। শালগম বা গাজর তোলার সময় তারা চারদিকের মাটি খুঁড়ে সেটার ঝুঁটিতে দড়ি বাঁধছে, তারপর দু'হাতে সেই দড়ি ধরে প্রাণপণে টান মারছে। শালগম বা গাজর গোড়াসুদ্ধ মাটি থেকে উঠে আসতে খুকুরা চিৎকার চেঁচামেচি আর হাসাহাসি করতে করতে দড়ি ধরে হিড়হিড় করে বাড়িতে টেনে নিয়ে যাচ্ছে।

'আপনাদের এখানে শুধু খুকুদেরই দেখছি যে — একটা খোকনও নেই কেন?' অবাক হয়ে আনাড়ি জিজ্ঞেস করল।

'হ্যাঁ, আমাদের শহরে শুধু খুকুরাই আছে। খোকনরা সব বাসা নিয়ে

গেছে স্নানের ঘাটে। সেখানে ওদের নিজেদের শহর, শহরের নাম ঘুড়িপুরী।'

আনাড়ি জিজ্ঞেস করল, 'ওরা স্নানের ঘাটে বাসা নিয়েছে কেন?'

'কেননা জায়গাটা ওদের কাছে বড় সুবিধের। ওরা সারা দিন রোদ পোহাতে আর চান করতে ভালোবাসে। আর শীতকালে নদী যখন বরফে ঢেকে যায় তখন তারা স্কেটিং করে। তাছাড়া স্নানের ঘাটে বাস করতে তারা মজা পায়, কেননা বসন্তকালে বরফ গলে গিয়ে নদীতে যখন বান ডাকে তখন সমস্ত শহর জলে ডুবে যায়।'

'এর মধ্যে ভালোর কী আছে?' আনাড়ি অবাক হয়ে গেল।

তুহিনা বলল, 'আমারও ত তাই মনে হয় ভালোর কিছু নেই। কিন্তু আমাদের খোকনদের ভালো লাগে। ওরা ওই বানের জলে নৌকো চালাতে ভালোবাসে, একজন আরেক জনকে বন্যা থেকে বাঁচায়। নানা রকম ভীষণ ভীষণ কাণ্ডকারখানায় ওরা আমোদ পায়।'

'ভীষণ ভীষণ কাণ্ডকারখানায় আমিও আমোদ পাই,' আনাড়ি বলল। 'আপনাদের খোকনদের সঙ্গে আমি আলাপ করতে পারি কি?'

তুহিনা বলল, 'না, তা হবে না। প্রথম কথা হল স্নানের ঘাটে যেতে হলে নদীর উজানে অনেক দূর হাঁটতে হয়, ঘুড়িপুরী এখান থেকে পুরো এক ঘণ্টার পথ। তারপর ওদের কাছ থেকে খারাপ ছাড়া ভালো কিছু আপনি শিখবেন না। আর তাছাড়া ওদের সঙ্গে আমাদের আড়ি।'

'আড়ি কেন?' আনাড়ি জিজ্ঞেস করল।

নীল ঝুমকো বলল, 'ওরা কী করেছে আপনি জানেন? শীতকালে ওরা নতুন বছরের পরবে নেমন্তন্ন করেছিল আমাদের। ওরা বলেছিল ওদের ওখানে নাচগান হবে, কিন্তু আমরা যখন এলাম তখন ওরা কী করল জানেন?.. ওরা আমাদের সব্বার গায়ে বরফ ছুঁড়তে লাগল।'

'তাতে কী হল?' আনাড়ি জিজ্ঞেস করল।

'তারপর থেকে ওদের সঙ্গে আমাদের আর ভাব নেই। আমাদের কেউ ওদের কাছে যায় না।'

'আর ওরা? ওদের কেউ আসে আপনাদের কাছে?'

'ওরাও আসে না আমাদের কাছে। প্রথম প্রথম কোন কোন খোকন অবশ্যি আগের মতোই আমাদের কাছে আসতে লাগল। কিন্তু আমাদের

কেউ ওদের সঙ্গে খেলতে চায় না। তাইতে ওদের মনমেজাজ বিগড়ে গেল। ওরা দুষ্টুমি শুরু করে দিল — কখনও আমাদের জানলার কাচ ভাঙে, কখনও বাগানের বেড়া ভাঙে,' তুহিনা বলল।

নীল ঝুমকো বলল, 'তারপর ওরা আমাদের কাছে একটা খোকনকে পাঠাল। তার নাম ছিল পেরেক। তখন যা কাণ্ডটা হল!..'

তুহিনা সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, 'হ্যাঁ, তা যা বলেছিস। সেই পেরেক আমাদের কাছে এসে অনেক করে বলল যে আমাদের সঙ্গে ভাব করতে চায়। খোকনরা নাকি বড্ড দুষ্টু, তাই ওদের সে নিজেই ভালোবাসে না। আমরা আমাদের শহরে ওকে থাকতে দিলাম। তারপর ভাবতে পারেন শেষকালে সে কী করল? রাতের বেলায় সে বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে নানা রকম উৎপাত শুরু করে দিল। কোন বাড়ির দরজায় বাইরে থেকে এমন ভাবে কাঠের গুঁড়ি ঠেস দিয়ে রাখল যে সকালে ভেতর থেকে কোন মতে দরজা খোলার
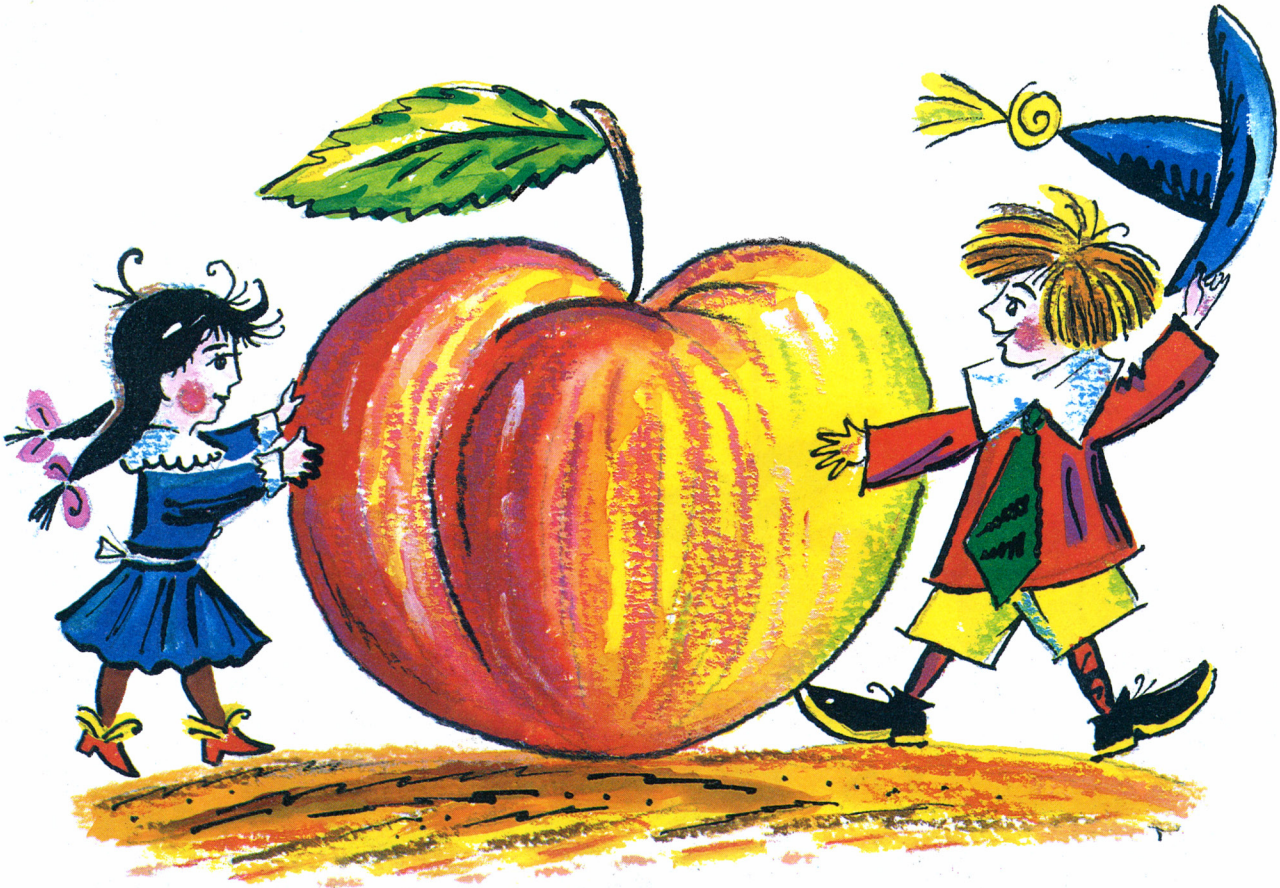
উপায় নেই, কোন বাড়ির দরজার ওপরে এমন ভাবে কাঠের কুঁদো ঝুলিয়ে রাখল যে যে-কেউ দরজা খুলে বাইরে বেরোনো মাত্র মাথায় ঠোকা খায়, কোন বাড়ির দরজার ধাপের সামনে দড়ি টেনে বেঁধে রাখে — তাতে দরজা খুলে বের হলেই হোঁচট খেয়ে পড়তে হয়, কোন বাড়ির ছাদের ধোঁয়া ওঠার চিমনি খুলে নেয়, কোন বাড়ির জানলার কাঁচ ভাঙে।...'

এই ঘটনা শুনে হাসতে হাসতে আনাড়ির পেটে খিল ধরে যাওয়ার দাখিল হল।

নীল ঝুমকো বলল, 'আপনি হাসছেন, কিন্তু আপনি যদি জানতেন কত

জন খুকুর নাকে চোট লাগে! একজন ত ধোঁয়ার চিমনি মেরামত করতে গিয়ে ছাদ থেকেই পড়ে গেল। একটুর জন্যে তার পা ভাঙে নি।'

আনাড়ি তার উত্তরে বলল, 'আমি মোটেই খুকুদের কথা ভেবে হাসছি না, হাসছি ওই পেরেকের কথা ভেবে।'

'ওকে নিয়েও হাসাহাসি করার কিছু নেই, আচ্ছা করে শাস্তি দিতে হয় ওটাকে, যাতে আর কখ্‌খনো অমন না করে,' তুহিনা বলল।

এই সময় তারা রাস্তার মাঝখানে গজিয়ে ওঠা একটা আপেল গাছের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। গাছটার সবগুলো ডালপালা লাল টুকটুকে পাকা আপেলে ঝুমঝুম করছে। নীচে গাছের গায়ে একটা উঁচু কাঠের সিঁড়ি লাগানো, কিন্তু সিঁড়িটা গাছের বিশাল গোড়ার মাত্র মাঝামাঝি জায়গা পর্যন্ত নাগাল পায়। এর পর ওপরের দিকে চলে গেছে দড়ির সিঁড়ি, গাছের

নীচের ডালের সঙ্গে সেটা বাঁধা। সেই ডালে বসে আছে দুটো খুকু। একজন একটা আপেলের বোঁটায় জোর করাত চালাচ্ছে, অন্যজন যাতে সে নীচে গড়িয়ে পড়ে না যায় সেই জন্য সাবধানে হাত দিয়ে তাকে আটকে রেখেছে।

নীল ঝুমকো আনাড়িকে সাবধান করে দিয়ে বলল, 'এখানটায় একটু হুঁশিয়ার হয়ে চলবেন! গাছ থেকে আপনার ওপরে আপেল পড়লে মারা যেতে পারেন।'

আনাড়ি বড়াই করে বলল, 'আমায় মারে সাধ্যি কী! আমার মাথা বেশ শক্ত আছে।'

তুহিনা বলল, 'খোকনরা মনে করে শুধু তারাই বুঝি খুব সাহসী। কিন্তু খুকুরাও তাদের চেয়ে এতটুকু ভীতু নয়। দেখছেন কত উঁচুতে উঠেছে ওরা দু'জন।'

আনাড়ি জবাবে বলল, 'কিন্তু খোকনরা যেমন মোটরগাড়ি চড়ে ঘুরে বেড়ানোর মতো বেলুনে চড়ে ঘুরে বেড়ায়, খুকুরা কি তেমন পারে?'

তুহিনা বলল, 'কী কথাই না বললেন! আমাদের অনেক খুকুও মোটরগাড়ি চড়ে বেড়াতে পারে।'

'আপনাদের আবার মোটরগাড়ি আছে নাকি?'

'আছে নয়ত কি! শুধু খারাপ হয়ে গেছে এই যা। আমরা সারাই করার কত চেষ্টাই না করলাম! কিছুতেই সারাতে পারলাম না। আপনি মোটরগাড়ি সারাতে সাহায্য করবেন ত?'

'করব, নিশ্চয়ই করব!' আনাড়ি জবাব দিল। 'আমি এই ব্যাপারের কিছু কিছু বুঝি। নাট আর বল্টু যখন হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাবে তখন আমি তাদের বুঝিয়ে বলব, সারাই করে দেবে।'

'তাহলে কী চমৎকারই না হয়!' তুহিনা হাততালি দিয়ে উঠল।

ঠিক এই সময় এমন এক আশ্চর্য কান্ড আনাড়ির চোখে পড়ল যা সে জীবনে কখনও দেখে নি। রাস্তার মাঝখানে সবুজ রঙের প্রকান্ড প্রকান্ড কতকগুলো গোলা পড়ে রয়েছে — এক একটা দোতলা বাড়ি সমান নয়ত তার চাইতেও উঁচু হবে।

'এ আবার কেমনধারা বেলুন?' অবাক হয়ে গেল আনাড়ি।

তুহিনা আর নীল ঝুমকো খিলখিল করে হেসে উঠল।

'এগ্নলো হল তরম্নজ,' ওরা বলল। 'তরম্নজ আপনি আগে কখনও দেখেন নি নাকি?'

'না,' আনাড়িকে স্বীকার করতে হল। 'আমাদের ওখানে তরম্নজ হয় না। কিসের জন্যে ওগ্নলো?'

তুহিনা ফিক করে হেসে বলল, 'কোথাকার খোকন, তরম্নজ কাকে বলে জানেন না? এর পর আপনি হয়ত জিজ্ঞেস করবেন আপেল কী, নাশপাতি কী।'

'এগ্নলো কি খাবার জিনিস?' আনাড়ি অবাক হয়ে বলল। 'এত প্রকাণ্ড যে সারা বছর ধরে খেয়েও শেষ করা যাবে না!'

নীল ঝুমকো বলল, 'আমরা এগ্নলো খাই না। আমরা এর ভেতর থেকে মিষ্টি বার করি। বলা যেতে পারে সিরাপ। তরম্নজের তলার দিকে তুরপ্নন দিয়ে ছ্যাঁদা করলে ভেতর থেকে রস বেরোতে থাকে। একটা তরম্নজ থেকে কয়েক পিপে রস পাওয়া যায়।'

'তরম্নজের চাষ করার ব্নদ্ধিটা কার মাথায় খেলল?' আনাড়ি জিজ্ঞেস করল।

নীল ঝুমকো উত্তর দিল, 'জিনিসটা বার করেছে আমাদের একজন খুকু, খুব বুদ্ধি তার। তার নাম কুটো। নানা রকমের ফলফলাড়ি শাকসবজি আর সে সবের নতুন নতুন জাত ফলাতে সে খুব ভালোবাসে। আগে আমাদের তরমুজ বলে কিছু ছিল না, কিন্তু কে যেন কুটোকে বলে যে বনের ভেতরে বুনো তরমুজ দেখেছে। একবার শরৎকালে কুটো দলবল নিয়ে বনে একটা দস্তুরমতো অভিযান চালাল। বনের ভেতরের একটা ফাঁকা জায়গার মধ্যে শেষকালে সে বুনো তরমুজের খোঁজ পায়। বুনো তরমুজের বীচি নিয়ে দলটা ফিরে এলো, বসন্তকালে কুটো মাটিতে বীচি পুঁতল। বিরাট বিরাট তরমুজ হল, কিন্তু দেখা গেল সেগুলো সব টক। কুটো দিনরাত কাজ করে চলল, একটা একটা করে সবগুলো তরমুজ চেখে দেখল। শেষকালে একটা তরমুজ বার হল যার রস খুব টক নয়। পরের বছর সে সেই তরমুজটার বীচি লাগাল। এবারে যে তরমুজ ফলল তা তেমন টক নয় — এমন কি মাঝেমধ্যে দু' একটা সামান্য মিষ্টিও ছিল। কুটো সবচেয়ে মিষ্টি দেখে তরমুজ নিয়ে পরের বছর সেটার বীচি লাগাল। পর পর কয়েক বছর এই রকম চলল, শেষকালে যে তরমুজ পাওয়া গেল তা হল মধুর মতো মিষ্টি।'

তুহিনা বলল, 'এখন সবার মুখে কুটোর প্রশংসা আর ধরে না। অথচ আগে সকলে তাকে কী গালাগালিই না করেছে!

'গালাগাল করেছিল কেন?' আনাড়ি অবাক হয়ে গেল।

'কেউ বিশ্বাসই করতে পারে নি যে এই যম-টকগুলো থেকে ভালো কিছু ফলতে পারে। তার ওপর তরমুজগুলো সারা শহরের যেখানে সেখানে ফলতে লাগল — রাস্তাঘাটে পা ফেলাই দায় হয়ে উঠল। কখন কখন তরমুজ হয়ত কোন বাড়ির দেয়ালের কাছে ফলতে লাগল। যত দিন ছোট ছিল ততদিন তবু সওয়া যেত, কিন্তু আস্তে আস্তে বাড়তে বাড়তে দেয়ালের গায়ে পড়ে দেয়ালই ভাঙতে শুরু করে আর কি! এক জায়গায় তরমুজের চাপে পুরো একটা বাড়িই ধসে পড়ে। কোন কোন খুকু ত কুটোর তরমুজ চাষ করা বন্ধ করে দেবে বলেই ভেবেছিল। কিন্তু কেউ কেউ ওর পক্ষ নিয়ে ওকে সাহায্য করতে লাগল।'

এই সময় তারা হাঁটতে হাঁটতে একটা নদীর ধারে এসে পৌঁছাল।

তুহিনা বলল, 'এটা হল তরমুজনদী। দেখতে পাচ্ছেন কত তরমুজ ফলছে এর পারে?'

নদীর ওপরে একটা সরুমতন সাঁকো — যেন লম্বা এক ফালি পাপোশ নদীর এপার থেকে ওপারে টাঙানো। পুরু আর মজবুত কোন একটা জিনিস দিয়ে ওটা তৈরি।

নীল ঝুমকো বলল, 'এই সাঁকোটা তৈরি করেছে আমাদের খুকুরা। সারা মাস খেটে শণের আঁশ বুনে আমরা এটা তৈরি করি। পরে নদীর ওপর দিয়ে টাঙানোর সময় খোকনরা আমাদের সঙ্গে হাত লাগায়।'

তুহিনা সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, 'ওঃ কী মজাই না হয়েছিল! একজন খোকন ত জলেই পড়ে গেল, আরেকটু হলে ডুবে মরত। কিন্তু জল থেকে টেনে তোলা হল তাকে।'

নীল ঝুমকো সাঁকোয় উঠে ওপারে যাবার জন্য পা বাড়াল। আনাড়িও সাহসে ভর করে সাঁকোতে উঠল। কিন্তু পরক্ষণেই যখন টের পেল পায়ের নীচে সাঁকো দুলছে, অমনি থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল।

‘ওকি আপনি ওখানে আটকে গেলেন যে?’ তুহিনা জিজ্ঞেস করল। ‘ভয় পেলেন নাকি?’

‘মোটেই না। আসলে কি জানেন, সাঁকোটা বড় মজার।’

আনাড়ি ঝুঁকে পড়ে সাঁকোটা দু’হাতে চেপে ধরতে যাচ্ছিল। হিহি করে হাসতে হাসতে সে এমন ভাব দেখাল যেন একটুও ভয় পায় নি।

তুহিনা আনাড়ির একটা হাত চেপে ধরল, আরেকটা হাত চেপে ধরল নীল ঝুমকো — ওরা দু’জনে মিলে হাত ধরে ওকে সাঁকো পার করাল। খুকুরা দু’জনেই দেখতে পাচ্ছিল আনাড়ি ভয় পেয়ে গেছে, কিন্তু ওরা ওকে নিয়ে হাসাহাসি করল না, কেননা ওরা জানে যে খোকনরা তাদের নিয়ে হাসাহাসি করা একদম পছন্দ করে না। সাঁকো পেরিয়ে তিনজনে রাস্তা ধরে হাঁটতে লাগল। দেখতে দেখতে তারা এসে হাজির হল সাদা রঙের একটা ছোট্ট বাড়ির সামনে। বাড়ির ছাদটা সবুজ।

নীল ঝুমকো বলল, ‘এই যে এটাই আমাদের হাসপাতাল।’

Н. Носов

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ГОРОДУ

На языке бенгали

Nikolai Nosov

A WALK ABOUT TOWN

In Bengali

শিশুদের জন্য

সোভিয়েত ইউনিয়নে মুদ্রিত

30 к.

আনাড়ি ও তার বন্ধুদের কাহিনী যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে, তাহলে 'আনাড়ির কাণ্ডকারখানা' সিরিজের অন্যান্য বই পড়ে ফুলনগরীর অধিবাসী রূপকথার নায়কদের আরও কাণ্ডকারখানার পরিচয় পেতে পার।

ISBN 5-05-002060-3
ISBN 5-05-000730-5